গাংনীতে ফ্যামিলি কার্ড দেওয়ার কথা বলে অন্ধ নারীর টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

ফ্যামিলি কার্ড দেওয়ার কথা বলে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার এক দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী নারীর বিকাশ অ্যাকাউন্ট থেকে ১২ হাজার ৮৯৯ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে প্রতারক চক্রের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী নারী পারেছা খাতুন গাংনী থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।

আজ মঙ্গলবার (১০ নভেম্বর) ভুক্তভোগী পারেছা খাতুন সকালে গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ভুক্তভোগী পারেছা খাতুন উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শাহিনের স্ত্রী।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে শুধু পারেছা কিংবা তার স্বামীই নন, তাদের দুই সন্তান সাত বছরের পারভেজ ও চার বছরের হামিমও জন্ম থেকেই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। এছাড়া পরিবারে রয়েছেন মানসিক ভারসাম্যহীন এক ননদ। পরিবারের অধিকাংশ সদস্য প্রতিবন্ধী হওয়ায় স্থানীয়দের কাছে পরিবারটি পরিচিত ‘প্রতিবন্ধী সংসার’ হিসেবে।

আরো জানা গেছে, প্রায় ১০ বছর আগে পারেছার সঙ্গে শাহিনের বিয়ে হয়। অভাবের সংসারে স্বামীকে রাজমিস্ত্রির সহকারী হিসেবে কাজে পাঠান পারেছা। কাজ শেষে নিজেই আবার তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনেন।

তবে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী হওয়ায় অনেক সময় স্বামীর মজুরিও দেওয়া হয় অর্ধেক। সেই সামান্য আয়েই চলে তাদের সংসার। অভাব-অনটনের মধ্যেও ভিক্ষাবৃত্তি বেছে নেননি পারেছা। ছাগল ও হাঁস-মুরগি পালন করে সংসারে বাড়তি আয়ের চেষ্টা করছেন। দৃষ্টিশক্তি না থাকলেও নিজ হাতে রান্না করা, ঘর গোছানো, সন্তানদের খাওয়ানো ও গোসল করানোসহ সংসারের প্রায় সব কাজই সামলান তিনি।

পারেছা খাতুনের অভিযোগ, গত রোববার (৯ নভেম্বর) বিকেল ৩টা ৩২ মিনিট থেকে ৫টা ১০ মিনিটের মধ্যে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি তাকে ফোন করেন। ফোনে তার ছেলে পারভেজের নামে ফ্যামিলি কার্ড দেওয়ার কথা বলে এবং কার্ডের টাকা পাওয়ার প্রক্রিয়ার কথা জানিয়ে মোবাইলে আসা ওটিপি নম্বর দিতে বলা হয়। সরল বিশ্বাসে ওই ব্যক্তির কথামতো

ওটিপি দেওয়ার পর তার বিকাশ অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে তিন দফায় মোট ১২ হাজার ৮৯৯ টাকা অন্য একটি বিকাশ নম্বরে পাঠিয়ে নেওয়া হয়। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন, তার ব্যবহৃত ০১৭২৯১৮৯৩৯২ নম্বরের বিকাশ অ্যাকাউন্ট থেকে ০১৬২৫৫৭৯৪৯৯ নম্বরে তিন দফায় সেন্ড মানির মাধ্যমে টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় তিনি থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী জানান, এ বিষয়ে ভুক্তভোগী পারেছা খাতুন লিখিত অভিযোগ করেছেন। বিষয়টি আইনগত প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

অন্ধকার জীবনে দুই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী সন্তানকে নিয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রাম করা পারেছার কাছে এই অর্থ ছিল অনেক বড় সম্বল। ফ্যামিলি কার্ডের আশ্বাসে সেই সামান্য সঞ্চয় হারিয়ে এখন চরম বিপাকে পড়েছেন তিনি।

মেহেরপুরে ফ্যামিলি কার্ড কার্যক্রম নিয়ে অবহিতকরণ প্রেস কনফারেন্স

ফ্যামিলি কার্ড কার্যক্রমের দেশব্যাপী তথ্য সংগ্রহবিষয়ক অবহিতকরণ প্রেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উদ্যোগে উপজেলা প্রশাসনের সভাকক্ষে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ কার্যক্রম সম্প্রচার করা হয়।

ভিডিও কনফারেন্সে বক্তব্য দেন সমাজকল্যাণমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বাবলু সূত্রধরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল হক, সদর উপজেলা সমাজসেবা

কর্মকর্তা আনিসুর রহমান, শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা সোহেল মাহমুদ, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার ডা. কামরুন নাহার, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. এনামুল হক, জেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা বশির উদ্দিন, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. বাবু হক, আইসিটি কর্মকর্তা সুব্রত কুমারসহ অনেকে।

ঝিনাইদহে সুপারভাইজার ও তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ

ঝিনাইদহ জেলার সদর ও হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচীর সুপারভাইজার ও তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

শনিবার ঝিনাইদহ সদর উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো নোমান হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ আব্দুল মজিদ, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক অসিত কুমার সাহা, হরিণাকুণ্ডু উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রদীপ্ত রায় দীপন, ঝিনাইদহ সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. কামাল আজাদ পান্নু।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন হরিণাকুণ্ডু উপজেলা সমাজসেবা অফিসার শিউলী রাণী, সদর উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আব্দুল হাই সিদ্দিক। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার দীপা রানী সরকার ।

আলোচনা শেষে ঝিনাইদহ সদর ও হরিণাকুণ্ডু উপজেলায় “ফ্যামিলি কার্ড

কর্মসূচি” এর সুপারভাইজার ও তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন জেলা প্রশাসক মো: নোমান হোসেন।